রোহিঙ্গাদের খুনের কথা স্বীকার করল মায়ানমার সেনা

নেপিদ্য, ১১ জানুয়ারি ঃ অবশেষে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ও তাদের হত্যা করার কথা স্বীকার করল মায়ানমারের সেনাবাহিনী। বুধবার মায়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের ফেসবুক পোস্টে একথা জানানো হয়েছে। সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং সেনা জওয়ানরা ওই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেছেন, 'গ্রামবাসী ও নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে।' গত ২৪ আগস্ট রাতে মায়ানমার পুলিশের ৩০টি ফাঁড়ি ও একটি সেনাঘাঁটিতে হামলার অভিযোগ ওঠে। এরপর রাখাইনে অভিযান শুরু করে মায়ানমারের সেনাবাহিনী। সেখানে নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাট চালানো হয় এবং বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর ওই আক্রমণের মুখে গত চার মাসে সাড়ে ৬ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। মায়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ বলেছিল, রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নির্মূল করার চেষ্টা চলছে। সেনা অভিযানে এক মাসেই ৬৭০০ জনকে খুন করা হয়েছিল বলে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছিল। রোহিঙ্গাদের কয়েকশো গ্রামে আগুন লাগানোর ছবি উপগ্রহের মারফত পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে সমালোচনার মধ্যে গত নভেম্বর মাসে মায়ানমারের সেনাবাহিনী বলেছিল, তাদের সৈন্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত নয়। ১৮ ডিসেম্বর মায়ানমারের সেনাবাহিনী একটি গ্রামে গণকবরে ১০ জনের মৃতদেহ পাওয়ার কথা জানায়। এরপর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। বুধবার সেনাবাহিনী বলেছে, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা ওই ১০ জনকে হত্যা করেছে বলে তদন্তে জানা গিয়েছে। সেনাপ্রধানের ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তাবাহিনী ওই এলাকায় অভিযানে গেলে ২০০ জন বাঙালি জঙ্গি লাঠি ও তরবারি নিয়ে হামলা চালায়। সেইসময় নিরাপত্তাবাহিনী শূন্যে গুলি ছুড়লে অন্যরা পালিয়ে গেলেও ১০ জন ধরা পড়ে। সেনাপ্রধানের বক্তব্য, 'আইন অনুযায়ী ধৃতদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জঙ্গিরা একের পর এক হামলা চালাচ্ছিল। তারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেনাবাহিনীর দুটি গাড়ি ধ্বংস করেছিল।' সেনাবাহিনীর বক্তব্য, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা গিয়েছে ১০ জন বাঙালি জঙ্গিকে পুলিশের হাতে দেওয়ার অবস্থা ছিল না। তাই তাদের মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়।

জঙ্গি কার্যকলাপে অভিযুক্ত বাংলাদেশি যুবক

নিউ ইয়র্ক, ১১ জানুয়ারি ঃ নিউ ইয়র্কে বাস টার্মিনালে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের চেষ্টা করার জন্য বাংলাদেশি যুবক আকায়েদউল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বুধবার ম্যানহাটনের ফেডারেল কোর্ট তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর পক্ষে মত দেয়। ১৭ বছর বয়সি ওই যুবকের বিরুদ্ধে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনকে সাহায্য করা, বিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যবহার, জনবহুল এলাকা ও যানবাহনের উপর জঙ্গি হামলা এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সম্পত্তির ক্ষতি করার চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। এইসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে আকায়েদউল্লাহকে বাকি জীবন জেলেই কাটাতে হবে। ১১ ডিসেম্বর সকালে অফিসগামী যাত্রীদের ব্যস্ততার মধ্যে টাইম স্কোয়ার সাবওয়ে স্টেশন থেকে ম্যানহাটনের পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনালে যাওয়ার পথে নিজের শরীরে বাঁধা পাইপ বোমায় বিস্ফোরণ ঘটায় আকায়েদ। বিস্ফোরণ ঠিকমতো না হওয়ায় আকায়েদ প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর জখম হয়। ওই ঘটনায় তিন পুলিশকর্মী আহত হন। আকায়েদকে গ্রেফতার করার পর নিউ ইয়র্ক পুলিশ বলেছিল, ইসলামিক স্টেট (আইএস)–এর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আকায়েদ হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। ওই ঘটনার পর পুলিশ আদালতে জানায়, ২০১৪ সালে ইনটারনেটে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের প্রচার দেখে তাদের দিকে ঝুঁকতে থাকে আকায়েদ। আমেরিকায় হামলার চেষ্টা করার পিছনে প্রধান কারণ ছিল জেরুজালেম নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা। ১১ ডিসেম্বর হামলার কিছুক্ষণ আগেই আকায়েদ ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দেয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ব্রিটেনে জেহাদের প্রচার করেছে সঈদ

লন্ডন, ১১ জানুয়ারি ঃ মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ মহম্মদ সঈদ নয়ের দশকে ব্রিটেনে গিয়ে সেখানকার মুসলিম তরুণদের সন্ত্রাসবাদে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন বলে এখন জানা গিয়েছে। ব্রিটেনের একটি সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানে নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত–উদ–দাওয়া প্রধান হাফিজ সঈদ ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার মূলচক্রী ছিল বলে ভারত অভিযোগ করেছিল। এখন জানা গিয়েছে হাফিজ সঈদ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর ও মসজিদে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে মুসলিম তরুণদের জেহাদে উদ্‌বুদ্ধ করে। ব্রিটিশ সরকার খতিয়ে দেখেছে, সেদেশে নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটেনে মুসলিম তরুণদের একাংশ জেহাদি মতাদর্শের দিকে ঝুঁকেছে। সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে সঈদ ১৯৯৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটেনে গিয়ে জেহাদ নিয়ে ভাষণ দেওয়া শুরু করে। জানা যাচ্ছে, বার্মিংহামে সঈদের একটি ভাষণে জেহাদের ডাক দেওয়া হলেও শ্রোতাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু সেই ভাষণ থেকেই ব্রিটেনে জেহাদি মতাদর্শ প্রচারের সূত্রপাত হয় বলে মনে করা হচ্ছে। সঈদের ব্রিটেন ভ্রমণ শেষে বহু তরুণ জেহাদের প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এমন প্রশিক্ষণ নিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

শিশুকন্যা ধর্ষণের প্রতিবাদ

মেয়েকে কোলে নিয়ে খবর পড়লেন সঞ্চালিকা

ইসলামাবাদ, ১১ জানুয়ারি ঃ পাক পঞ্জাবের কাসুরে শিশুকন্যা ধর্ষণের প্রতিবাদ জানাতে সংবাদ পাঠে নজির গড়লেন পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সঞ্চালিকা। মেয়েকে কোলে বসিয়েই খবর পড়েন তিনি। সংবাদ পড়া শুরু আগে কিরণ নাজ জানান, সাত বছরের শিশুকন্যার ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদেই তিনি তাঁর মেয়েকে কোলে বসিয়েছেন। শুরুতেই কিরণ বলেন, 'আজ আমি আপনাদের কাছে সঞ্চালক নই। একজন মা হিসেবেই নিজেকে উপস্থাপিত করছি। সেজন্যই আমার কোলে এই ছোট্ট মেয়েটি।' এক শিশুকন্যাকে অপহরণ, ধর্ষণ ও খুন করে রাস্তায় আবর্জনার মধ্যে তার দেহ ফেলে রাখার ঘটনা চাঞ্চল্য তৈরি করেছে পাকিস্তানে। সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে আবেগে গলা কেঁপে ওঠে সংবাদপাঠিকার। তিনি বলেন, 'রাস্তায় পড়ে থাকা একটি ছোট্ট মৃতদেহ গোটা দেশকে উত্তাল করে তুলেছে। দিনটিকে আমি মানবতার শেষকৃত্য হিসেবে চিহ্নিত করলাম।' শিশুটির উপরে যে নির্যাতন চালানো হয়েছে তা নিয়েই সরব হন নাজ। নাজের অভিনব প্রতিবাদ দর্শকদের নজর কেড়েছে বলে পাকিস্তানের একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। শিশুকন্যার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল পাকিস্তান। বহু জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে কাসুরে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধের পাশাপাশি ধরনাও চলে। সরকারি ভবনের সামনেও চলেছে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই প্রতিবাদীর।

জঙ্গিদের ভাই বলে বিতর্ক

শ্রীনগর, ১১ জানুয়ারি ঃ কাশ্মীরি জঙ্গিদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে বিতর্কে জড়ালেন জম্মু ও কাশ্মীরের পিডিপির বিধায়ক এজাজ আহমেদ মির। খাস বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওয়াচি থেকে নির্বাচিত বিধায়ক মির বলেন, 'যে জঙ্গিরা মারা যাচ্ছে তারা আমাদের ভাই। তারা শহিদ।' শাসকদলের বিধায়কের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন পিডিপির শরিকদল বিজেপি। মিরের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির বিরোধিতায় সরব হয়েছে প্রধান বিরোধীদল ন্যাশনাল কনফারেন্সও। বুধবার বিধানসভায় মির যে কথা বলেছিলেন, সেই বিষয়ে বৃহস্পতিবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'জঙ্গিরা এই জম্মু–কাশ্মীরেরই ছেলে। তারা আমাদের সন্তান। তাদের হত্যা করা হলে কারও উল্লসিত হওয়া উচিত নয়।'

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে ভারতীয় অর্থনীতির উজ্জ্বল ছবি

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি ঃ আগামী অর্থবর্ষে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস। বুধবারই 'বিশ্ব অর্থনীতির সম্ভাবনা' সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০১৮ সালে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী দুটি অর্থবর্ষে এই হার ৭.৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে। ২০১৬ সালে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত এবং ২০১৭ সালে জিএসটির জেরে প্রাথমিকভাবে ধাক্কা খেয়েছে ভারতের অর্থনীতি। কিন্তু বিশ্বব্যাংক মনে করে, সেই ধাক্কা সামলে উঠবে ভারত এবং ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ যথেষ্ট উজ্জ্বল। বিশ্বব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট প্রসপেক্টস গ্রুপের অধিকর্তা আইয়ান কোসে বলেছেন, 'আমাদের প্রায় সব রিপোর্টই বলছে আগামী দশকে ভারতীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হবে। এখন হয়তো কিছুটা সমস্যা হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে আর্থিক বৃদ্ধির অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে।'

বিশ্বব্যাংকের শীর্ষকর্তা কোসে মনে করেন, যেখানে চিনের আর্থিক বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমছে, সেখানে ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে ভারতীয় অর্থনীতি। তাঁর পূর্বাভাস, ২০১৭–১৮ সালে চিনের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ হতে পারে। এই হার ভারতের তুলনায় ০.১ শতাংশ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ২০১৮–১৯ অর্থবর্ষে চিনের আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬.৪ শতাংশ। কিন্তু ওই একই অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হবে বলে বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস। বিশেষজ্ঞদের একাংশ অবশ্য মনে করেন, এই ধরনের তুলনার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। কারণ, চিনের অর্থনীতির আয়তনের সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির আয়তনের অনেক ফারাক। তবে এখনও পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদির সরকারের সবকটি বিতর্কিত অর্থনৈতিক

বিশ্বব্যাংকের শীর্ষকর্তা কোসের মত,
যেখানে চিনের আর্থিক বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমছে, সেখানে ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে ভারতীয় অর্থনীতি।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত,
এই ধরনের তুলনার পিছনে কোনো যুক্তি নেই।

সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছে বিশ্বব্যাংক। নোটবন্দির পাশাপাশি জিএসটি এবং ব্যাংক ক্ষেত্রের সংস্কার কর্মসূচিরও প্রশংসা করেছে বিশ্বব্যাংক। কোসে বলেন, 'ভারত সরকার জিএসটি নিয়ে খুবই আন্তরিক। আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জিএসটি এবং ব্যাংকিং সংস্কারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

বিশ্বব্যাংকের এই রিপোর্ট যে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনে এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবেন। ওই সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির কথা হতে পারে। হোয়াইট হাউসের প্রেসসচিব সারা স্যান্ডার্স জানিয়েছেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমেরিকা ফার্স্ট স্লোগানে বিশ্বাস করেন। আমেরিকার শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে এবং মার্কিন শ্রমিকদের স্বার্থে তিনি দাভোসের সম্মেলনকে ব্যবহার করতে চান।'

২২ জানুয়ারি থেকে ওই সম্মেলন শুরু হচ্ছে। ২৩ জানুয়ারি সেখানে মোদির ভাষণ দেওয়ার কথা। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক বৈঠকে ৬০ জন রাষ্ট্রপ্রধান সহ প্রায় ৩০০ জন রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত থাকবেন। মোদি সেখানে বিনিয়োগ টানার সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করবেন। কেন্দ্রীয় শিল্প–বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভু জানিয়েছেন, দাভোসে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তাঁদের কাছে ভারতে বিনিয়োগের সুবিধা ও সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এমন একটি সময়ে দাভোসে যাচ্ছেন, যখন পৃথিবীর সব দেশ ভারতে বিনিয়োগ করতে চায়। মোদির সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীরও যাওয়ার কথা রয়েছে।

জার্মানিতে রাইন নদীর বন্যায় ভেসে গিয়েছে একটি হোটেল। – পিটিআই

চুক্তিতে ফিরতে চায় আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি ঃ শর্তসাপেক্ষে আমেরিকা প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় আসতে পারে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে তার আগে আমেরিকা চায় ওই চুক্তিতে তাদের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তাতে রদবদল করা হোক। বুধবার ওয়াশিংটনে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী এরনা সোলবার্গের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেন, মার্কিন প্রশাসন পরিস্রুত জল এবং বায়ুমণ্ডলে দূষণ মোকাবিলার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সমানতালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নিশ্চয়তা চায়। ২০১৫ সালে ১৫০–এর বেশি দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে সই করেছিল। ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প বলেছিলেন, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি আমেরিকার জন্য খারাপ একটি চুক্তি। তাঁর অভিযোগ, 'ওই চুক্তিতে আমেরিকার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে চুক্তি নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আগের আমলে করা এই চুক্তি আমেরিকার জন্য খুবই খারাপ চুক্তি ছিল।' তিনি বলেছেন, চুক্তির শর্ত বদলালে আমেরিকা ওই চুক্তির আওতায় ফিরতে পারে।

২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে বারাক ওবামার আমলে সই হওয়া এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন ট্রাম্প। তাঁর মতে, এই চুক্তি মেনে চললে আমেরিকার তেল ও কয়লা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নির্বাচনি প্রচারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর অভিষেকের ৬ মাসের মাথায় ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতা থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে নেন। ট্রাম্পের ওই সিদ্ধান্তের ফলে মার্কিন প্রশাসনকে দেশে ও বিদেশে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। ট্রাম্প তখন নিজের সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই দিয়ে বলেছিলেন, চুক্তি কার্যকর হলে ৬৫ লক্ষ মার্কিন নাগরিক চাকরি হারাবেন। আমেরিকার জিডিপির উপরও তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তাঁর আশঙ্কা ছিল, এই চুক্তির ফলে চিন ও ভারতের মতো দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকা পিছিয়ে পড়বে। ট্রাম্প যখন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি জলবায়ু নিয়ে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেন। তারই পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন, আমেরিকার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন এই ব্যাপারে নতুন করে উদ্যোগী হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। তবে ট্রাম্পের ওই প্রস্তাবের পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন, চুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনার সুযোগ নেই। একইসঙ্গে তাঁর ধারণা ছিল, আমেরিকা ওই চুক্তির আওতায় ফিরবে।

সমুদ্রের জল দূষিত হওয়ার আশঙ্কা

তেলবাহী ট্যাংকার জ্বলতে পারে এক মাস

সিওল, ১১ জানুয়ারি ঃ চিনের পূর্ব উপকূলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত তেলবাহী ট্যাংকারটির আগুন একমাস ধরে জ্বলতে পারে বলে দক্ষিণ কোরিয়ার আশঙ্কা। দক্ষিণ কোরিয়ার সাগর ও মৎস্য বিষয়ক মন্ত্রক থেকে একথা জানানো হয়েছে। ওই মন্ত্রকের এক আধিকারিক পার্ক সুং ডং বলেছেন, 'তেলবাহী ট্যাংকার দুর্ঘটনার পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা হচ্ছে ওই আগুন আরও দু–সপ্তাহের বেশি অথবা একমাস ধরে জ্বলতে পারে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে বাংকারে থাকা তেল আমাদের মাথাব্যথার প্রধান কারণ। যদি ট্যাংকারটি ডুবে যায় তবে তেল ছড়িয়ে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকার জল দূষিত হয়ে পড়বে।' গত শনিবার রাতে পানামার পতাকাবাহী তেলবাহী ট্যাঙ্কারটি থেকে ২৬৯ কিলোমিটার দূরে হংকংয়ের মালবাহী জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষে তেলবাহী ট্যাংকারটিতে আগুন লেগে যায়। তেলবাহী ট্যাংকারটির মালিক ইরানের সংস্থা ন্যাশনাল ইরানিয়ান ট্যাংকার কর্পোরেশন। গত চারদিন ধরে উদ্ধারকর্মীরা ঝোড়ো হাওয়া ও উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে মোকাবিলা করে বিষাক্ত ধোঁয়ার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি ৩১ জন নিখোঁজ নাবিকের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। ট্যাংকারটিতে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টন তেল ছিল। এরমধ্যে ট্যাংকারের ফাটল থেকে তেল বেরিয়ে সাগরের জলে মিশতে শুরু করেছে। তাছাড়া ট্যাংকারটি কয়েকদিন ধরে জ্বলতে থাকায় বিস্ফোরণের আশঙ্কাও রয়েছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, এরফলে সামুদ্রিক জীবজগতের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে।

কাশ্মীর ভ্রমণ নিয়ে সতর্কতা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি ঃ ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ভ্রমণে মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করতে বার্তা দিয়েছে আমেরিকা। এবিষয়ে মার্কিন সরকারের তরফে উপদেশ সমন্বিত একটি বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। চারটি স্তরে বিভক্ত নিরাপত্তায় ভারতকে দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয়েছে। পাকিস্তান তৃতীয় স্তরে। চতুর্থ স্তরে রাখা হয়েছে আফগানিস্তানকে। ভারতকে দ্বিতীয় স্তরে রেখে সতর্কতা বাড়ানোয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন বিদেশমন্ত্রক। ভারত–পাক সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে মার্কিন পর্যটকদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিক।

বহুদিন থেকেই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চলছে ভূস্বর্গে। অস্থির ভারত–পাক সীমান্তও। জীবন হাতে করে সেখানে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে যেতে নিষেধ করা হলেও লাদাখের পূর্বাঞ্চল ও লে শহরে যেতে বারণ করা হয়নি। সন্ত্রাসের পাশাপাশি ধর্ষণ, যৌন হেনস্তার ঘটনা গত কয়েক বছরে ভারতের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে। ভারতের প্রশাসনিক রিপোর্টেও এর উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে বার্তায়। বেড়াতে গিয়ে পর্যটকদের যাতে বিপদে পড়তে না হয় সেজন্যই এই সতর্কতামূলক উপদেশ বার্তা, জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিক।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত তালিকায় তৃতীয় স্তরের দেশগুলিতে মার্কিন পর্যটকদের যাওয়ার আগে একাধিকবার ভেবে দেখার কথা এবং চতুর্থ স্তরের দেশগুলিতে একেবারেই যেতে নিষেধ করা হয়েছে উপদেশ বার্তায়।